তারিখ ··26 OCT 2002
পৃষ্ঠা - ১২ কলাম - ৬

যুগান্তর

# সমস্যার আবর্তে জকিগঞ্জ সরকারি কলেজ

সিলেট ব্যুরো

বিভাগীয় শহর থেকে শত কিলোমিটার দূরবর্তী জকিগঞ্জ সরকারি কলেজ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। ফলে এতে কলেজের কয়েকশ' ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। একই সঙ্গে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। গত এইচএসসি পরীক্ষায় জকিগঞ্জ সরকারি কলেজ থেকে ৯৮ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করলেও মাত্র ২২ জন পরীক্ষার্থী পাস করেছে। ১৯৮৫ সালে জকিগঞ্জ সরকারি কলেজ স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জকিগঞ্জ কলেজ সরকারিকরণ করা হলেও দীর্ঘ সময় ধরে কলেজটি নানা সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। ১৫ বছরে কলেজটির অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং শিক্ষক সমস্যা দূরীকরণ, আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিজ্ঞান বিভাগ চালুসহ ডিগ্রি পর্যায়ে উন্নীতকরণের দাবি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে কলেজে শিক্ষক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। ৩টি বিষয়ের মধ্যে ২টি বিষয়ের কোন শিক্ষক নেই। [illegible] শিক্ষক না থাকায় [illegible] দৈনন্দিন পাঠদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানবিক বিভাগে পৌরনীতি বিষয়ে কোন শিক্ষক নেই। অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের আবাসনের কোন ব্যবস্থা নেই। এছাড়াও কলেজে কোন অডিটোরিয়াম না থাকায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

সীমান্তবর্তী জকিগঞ্জে ডিগ্রি পর্যায়ের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় উচ্চ শিক্ষার জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীর উচ্চ শিক্ষা অর্জনে ব্যাহত হচ্ছে। অথচ জকিগঞ্জ সরকারি কলেজে শুধু পদ সৃষ্টির মাধ্যমে এবং কয়েকটি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্তিসহ ডিগ্রি কোর্স চালু করা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার সুব্যবস্থা থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদ্যোগ না থাকায় সর্বত্র ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে।

এদিকে জকিগঞ্জ সরকারি কলেজকে ডিগ্রিকরণ, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু, শিক্ষক সংকট দূরীকরণসহ শিক্ষকদের আবাসনের সুব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে জকিগঞ্জ সমিতির এম ফরিদ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক জেড এম শামসুল, জকিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সিরাজুল ইসলাম শীকু, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুক্তিযোদ্ধা আকরাম আলী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন সুলাইমান, মুক্তিযোদ্ধা খলিলুর রহমান, বিশিষ্ট সাংবাদিক বদরুল হক যৌথ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে অবিলম্বে জকিগঞ্জ সরকারি কলেজের সব সমস্যা দূরীকরণে সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।